প্রথম আলো
অনলাইন সংস্করণ

ঢাকা, রোববার, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৮, ২১ মাঘ ১৪১৪, ২৪ মহররম ১৪২৯
বর্ষ ১০, সংখ্যা ৮৮, আপডেট : বাংলাদেশ রাত ২টা ৪৫ মিনিট

এ সংখ্যায় থাকছে
- প্রথম পাতা
- শেষ পাতা
- সম্পাদকীয়
- খোলা কলম
- সারা দেশ
- বিশাল বাংলা
- সারা বিশ্ব
- খেলাধুলা
- বিনোদন
- পড়াশোনা
- কম্পিউটার প্রতিদিন
- চিঠিপত্র
- অর্থ ও বাণিজ্য
- মহানগর

ফিচার পাতা
- ঢাকায় থাকি

আইন অধিকার

সংবাদ শিরোনাম | পরের সংবাদ

সা ক্ষা ৎ কা র

এ এস এম শাহজাহান

সাবেক আইজিপি, সচিব ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা

নতুন পুলিশ আইন হতে হবে গণমুখী

?প্রস্তাবিত নতুন পুলিশ সংস্কার (পিআরপি) আইনের উল্লেখযোগ্য দিকগুলো কী কী? গত এপ্রিলে এর খসড়া চূড়ান্ত হওয়ার পর এর বর্তমান অবস্থা কী?

?পুলিশ সংস্কার বা বিবর্তন কর্মসূচি স্বাক্ষরিত হয় ১-১১-২০০৫ সালে। সেটাকে সংক্ষেপে বলা হয় পিআরপি। ওই কর্মসূচির মূল উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে বাংলাদেশ সরকার, ইউএনডিপি ও ডিএফআইডি। এই তিনটি সংস্থা মিলে আমরা পুলিশ সংস্কার কর্মসূচি হাতে নিই। ২০০৬-এর ডিসেম্বর মাসে ওই কর্মসূচির সঙ্গে ইউরোপীয় ইউনিয়নও সম্পৃক্ত হয়। আর এই নতুন প্রস্তাবিত আইনের বিশেষ দিকগুলো হচ্ছে–জাতীয় পুলিশ কমিশন গঠন, জাতীয় অভিযোগ কমিশন গঠন, কমিউনিটি পুলিশ কার্যক্রমের বাস্তবায়ন, আইজিপিকে আর্থিক ও প্রশাসনিক যাবতীয় ক্ষমতা দেওয়া, সরকার নয় পুলিশ চলবে আইনের নির্ধারিত নির্দেশে এবং আইজিপিসহ পুলিশের কিছু পদের নাম পরিবর্তন। এ ছাড়া নতুন প্রস্তাবিত আইনে বর্তমান সময় উপযোগী ও আধুনিক পুলিশ বাহিনী গঠনের লক্ষ্যে বেশ কিছু ভালো প্রস্তাব রয়েছে। বেশ কয়েক মাস আগেই আমরা পিআরপি চূড়ান্ত করে সরকারের হাতে দিয়েছি। ওটা আইন মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কাজ শেষে এখন সম্ভবত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে রয়েছে। আশা করছি, খুব শিগগিরই এটা উপদেষ্টা পরিষদের অনুমোদন পেয়ে আলোর মুখ দেখবে।

?উল্লিখিত আইন অনুযায়ী আইজিপি থেকে সিপি, একইভাবে এসপি থেকে জেলার পুলিশ প্রধান এবং এসআই (উপপরিদর্শক) থেকে এআই (সহকারী পরিদর্শক) হচ্ছেন। প্রশ্ন হচ্ছে, এই পদবির নাম পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে কোনো মৌলিক পরিবর্তন হবে কি?

স্টেডিয়াম
বিজ্ঞান প্রজন্ম
আইন অধিকার
Alokito Dokkin
Alokito Uttor
আলোকিত চট্টগ্রাম

824

বাংলা না এলে

এ পর্যন্ত পড়েছেন
৩১৩৪৭৮
জন পাঠক

?ঃএখানে আসল কথা হচ্ছে মাইন্ড সেট আপ অর্থাৎ চিন্তার পরিবর্তন। পুলিশ বাহিনীতে যখন পোশাকের পরিবর্তন করা হয়েছিল, তখন আমি বিবিসিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলাম–'মন না রাঙায়ে যুগি বসন রাঙালি।' হ্যাঁ, হলুদ কাপড় পরলেই যুগি হওয়া যায় না। আগে মনটাকে যুগি করতে হবে, রাঙাতে হবে। আমি মনে করি পুলিশের এ বিবর্তনের মধ্যে চিন্তা ও ধ্যানধারণার পরিবর্তন আসতে হবে। এটার প্রয়োজনীয়তা এমনও হতে পারে সেই ঔপনিবেশিক আমলের ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসা। তা ছাড়া গঠনগত বা কাঠামোগত দিক থেকে এর প্রয়োজন থাকতে পারে। তবে আমাদের বেশি মনোযোগী হতে হবে কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণের ওপর।

?ঃআমাদের দেশের প্রচলিত পুলিশ আইন সেই ১৮৬১ সালের। নিশ্চয়ই এই সংস্কার কর্মসূচি অনেক আগেই নেওয়া উচিত ছিল। এ ব্যাপারে আপনার বক্তব্য।

?ঃহ্যাঁ, আমি মনে করি পুলিশ বাহিনীতে এই সংস্কার কর্মসূচি অনেক আগেই নেওয়া উচিত ছিল। অবশ্যই এটা দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেই হওয়া উচিত ছিল। কারণ পুরোনো আইনটি আমাদের সংবিধানের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। আমাদের সংবিধানে মৌলিক অধিকারের কথা বিশেষভাবে বলা আছে। তাই ওই পুলিশ আইনের পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে বেশ বিলম্ব হয়েছে। আমাদের বুঝতে হবে, সংস্কার অর্থ শুধু নতুন জিনিস যোগ করা নয়, পুরোনো অনেক কিছু অর্থাৎ অপসংস্কৃতিগুলো ভুলে গিয়ে অপকর্মগুলোকে বদলিয়ে ফেলা। আমি মনে করি, পুলিশ সংস্কার বা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পুলিশকে নিজেদেরই সংস্কার করতে হবে।

?ঃপ্রস্তাবিত নতুন পুলিশ আইন অনুসারে সরকার নয়, পুলিশ চলবে আইনের নির্ধারিত নির্দেশে। প্রশ্ন হচ্ছে, বাংলাদেশের রাজনৈতিক বাস্তবতায় এটা কতটা কার্যকর করা সম্ভব বলে আপনি বিশ্বাস করেন?

?ঃএটা আপনি কখনোই এক দিনে অর্জন করতে পারবেন না। ক্রমশ এই বাহিনীর মধ্যে এমন একটা ভাবমূর্তি, প্রশিক্ষণ, নিয়োগ প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা পর্যায়ে যথাযথভাবে প্রক্রিয়াগুলো সম্পাদন করতে হবে। যদি তারা দেখতে পায় সঠিক কাজ না করে অন্যায় কাজ করলে আমি পুরস্কার পাব, আমার পদোন্নতি হবে–তাহলে এটা কোনো দিন বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না। আমি মনে করি, পুলিশ সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক সংস্কারও জরুরি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ক্রিমিনাল জাস্টিস আইনেরও পরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে। রাজনৈতিক যে ব্যাপারটা বলেছেন তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সে ক্ষেত্রে বলব নতুন আইন কার্যকর হলে এটা একদিকে পুলিশের পেশাদারি অর্জনে সহায়তা করবে, পুলিশের নেতৃত্বে আমরা যদি কতগুলো রক্ষাকবচ দিতে পারি যেমন–পুলিশকে কেউ যদি অপব্যবহার করতে চায়, যদি কেউ দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করে, তাহলে সেটা অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে–এই ধরনের কিছু কিছু রক্ষাকবচ আমাদের সংবিধানে ও আইনে আসা উচিত। তাহলে আমি আশা করব, পুলিশ বাহিনী ক্রমেই রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত হতে পারবে।

?ঃযদি আইজিপিকে আর্থিক ও প্রশাসনিক যাবতীয় ক্ষমতা বা দায়িত্ব দেওয়া হয়, সে ক্ষেত্রে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা কি গৌণ হয়ে যায় না?

?ঃনা, আমি মনে করি মোটেই গৌণ হয় না। নতুন আইনে আইজিপিকে আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা নয়, দায়িত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব হলো দেখা যে, আরোপিত কাজগুলো আইজিপি যথাযথভাবে পালন করেন কি না। এখানে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নীতিনির্ধারকের ভূমিকা পালন করবে। কিন্তু অপারেশনাল দায়িত্বের কাজ থাকবে আইজিপির হাতে। মন্ত্রণালয় মূল নীতিগুলো নির্ধারণ করে দেবে এবং আইজিপি তা যথাযথভাবে পালন করবেন। তবে এখানে অবশ্যই জবাবদিহিতা থাকতে হবে। কখনোই আইজিপির হাত থেকে

অপারেশনাল দায়িত্ব কেড়ে নেওয়া উচিত নয়।

?প্রস্তাবিত আইন কার্যকর হলে পুলিশের সঙ্গে জনগণের দূরত্ব বা বিচ্ছিন্নতা কতখানি কমবে বলে আপনার বিশ্বাস?

?মূল উদ্যোগটাই হলো এটা কমানো। আমরা পুলিশ বলতে থানাটাকে সাধারণত বেশি বুঝি। তাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। পুলিশকে অবশ্যই জনগণের বন্ধু ও গণমুখী হতে হবে। আমি এর আগেও অনেক সময়ই বলেছি, সরকারি পুলিশ চাই না, রাষ্ট্রীয় পুলিশ চাই। আমি আশা করছি, নতুন আইনের মাধ্যমে পুলিশ ও জনগণের সম্পর্ক ক্রমশ বৃদ্ধি পাবে। আমাদের থানাগুলোতে আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন বিভিন্ন জিনিস সরবরাহ করা খুবই জরুরি।

?আমাদের দেশে পুলিশের দুর্বল কিংবা অদক্ষ তদন্ত প্রতিবেদনের কারণে অনেক সময় অপরাধীরা আদালতে শাস্তি থেকে রক্ষা পেয়ে যায়। তাই দক্ষ ও শক্ত তদন্ত প্রতিবেদনের জন্য দেশের প্রত্যেকটি থানায় আইনের ডিগ্রিধারীদের নিয়োগ দেওয়া যায় কি?

?এখানে মূল বিষয় হচ্ছে যদি তদন্ত কর্মকর্তাকে যথাযথভাবে তদন্ত করতে দেওয়া হয়, তাঁর ওপর অযাচিত হস্তক্ষেপ না থাকে এবং তাঁর যদি জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যায়, তাহলে সমস্যা হওয়ার কথা নয়। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, তদন্ত কর্মকর্তার তদন্ত-ব্যয় সরকারের পক্ষ থেকে আসা উচিত। সে কারণেই নতুন সংস্কার বা বিবর্তনের মধ্যে কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি, তদন্ত কর্মকর্তার দক্ষতা বৃদ্ধি এবং প্রশিক্ষণের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। তদন্তের কাজটি যেহেতু কষ্টসহিষ্ণু, তাই তাকে অন্য দায়িত্ব থেকে বিরত রাখাই ভালো।

আমি মনে করি, তদন্ত কর্মকর্তার ক্ষেত্রে আইনের ডিগ্রি থাকা ভালো, তবে অপরিহার্য নয়। এখানে মূল বিষয়টি হচ্ছে যথাযথ প্রশিক্ষণ ও কর্মদক্ষতা। পুলিশ যেহেতু নিম্ন আদালতের প্রসিকিউশনের কাজ করে সে ক্ষেত্রে আইনের ডিগ্রিধারীদের নিয়োগ দেওয়া হলে বেশ উপকারী হবে। এর সুফল জনগণ পেলেও পেতে পারে।

?নিম্ন পদমর্যাদার পুলিশ সদস্যদের বেতন স্কেল ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা কি বৃদ্ধি করা উচিত নয়? তারা তো অনেক ক্ষেত্রে কঠিন জীবন যাপন করে। তাই বিষয়টিতে গুরুত্ব দেওয়া উচিত নয় কি?

? আমি এখানে বলব, মানুষের প্রয়োজনের একটা সীমা আছে কিন্তু লোভের কোনো সীমা নেই। হ্যাঁ, পুলিশ সদস্যদের বেতন-ভাতা বাড়ানো যেতে পারে। আমি মনে করি, তাদের ন্যূনতম প্রয়োজন, যেটা বর্তমান সময় উপযোগী এভাবে একটা বেতন স্কেল দেওয়া উচিত। আমাদের এটাও খেয়াল রাখা উচিত, আমাদের দেশের সম্পদ কম এবং এই টাকা আসে মূলত জনগণের কাছ থেকে। আমি মনে করি, বেতন স্কেল বাড়ানোর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে তাদের ভালোভাবে থাকার ব্যবস্থা করা। কিছু কিছু ক্ষেত্রে থানার আশপাশেই ছোটখাটো আকারের আবাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং তাদের রেশনসহ অন্যান্য যে সুযোগ-সুবিধা সেগুলোর ন্যূনতম যেটা প্রয়োজন সেই দিকটায় আমাদের বেশি জোর দিতে হবে। থানার উপপরিদর্শক কর্মকর্তারা যদি সরকারি কোনো কাজের জন্য মোটরসাইকেল ব্যবহার করেন তাহলে তাঁদের ন্যূনতম গাড়ির তেলের ব্যবস্থা করা উচিত।

আমাদের দেশের বাস্তবতা হচ্ছে, অনেক ক্ষেত্রে থানা করা হচ্ছে কিন্তু পুলিশ সদস্যদের বাসস্থানের ব্যাপারটিতে তত জোর দেওয়া হচ্ছে না। তবে সরকারের আর্থিক সীমাবদ্ধতার কথাও আমাদের মনে রাখতে হবে।

?নতুন প্রস্তাবিত আইনে জাতীয় পুলিশ কমিশন ও জাতীয় অভিযোগ কমিশনের কথা বলা হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠান দুটির মুখ্য কাজ কী হবে?

?ঃঃ জাতীয় পুলিশ কমিশনের প্রধান কাজ হবে কতগুলো বিশেষ ব্যাপারে তদারকি করা, বদলি, পোস্টিং, পদোন্নতি ইত্যাদি নানা কাজে বিশেষ করে যেসব অনভিপ্রেত হস্তক্ষেপ করা হয়, সেই ব্যাপারগুলো যাতে বিধান বা নিয়ম অনুযায়ী চলে সেগুলো দেখাশোনা করা। কারও ইচ্ছা-অনিচ্ছা, খেয়ালখুশিমতো উপরিউক্ত বিষয়গুলো যাতে না ঘটে সেই ব্যাপারগুলো ওই কমিশন দেখবে। এর ফলে যেটা হবে তা হচ্ছে একজন ব্যক্তির ক্ষমতা থেকে কমিশনের হাতে ক্ষমতা চলে আসবে। আর অভিযোগ কমিশনের কাজ হবে-সেখানে জনগণ যেমন অভিযোগ করতে পারবে পুলিশের বিরুদ্ধে, তেমনি পুলিশও জনগণের কিংবা তার উচ্চপদস্থ কোনো কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে পারবে। সব মিলিয়ে পুলিশের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করাই এর লক্ষ্য।

?ঃগত ২২ ডিসেম্বর বিচারকদের ত্রৈমাসিক সম্মেলনে বলা হয়েছে, 'অপরাধ তদন্তে পৃথক সেল গঠন করা অপরিহার্য।' এ ব্যাপারে আপনার মন্তব্য।

?ঃঃহ্যাঁ, পৃথক সেল গঠন করা যেতে পারে। আমি মনে করি, পুলিশের মধ্যেই থানাতে আলাদা সাব-ইন্সপেক্টরদের গ্রুপ তৈরি করতে হবে। কেবল তারাই তদন্তকাজ পরিচালনা করবে। এই পৃথক তদন্ত সেল পুলিশের মধ্যে থেকেই করতে হবে। পাশাপাশি তাদের যাতে অন্য কাজে ব্যবহার করা না হয়, সে বিষয়টিও দেখতে হবে।

?ঃথানার প্রধান হিসেবে ওসির বদলে একজন এএসপি নিয়োগ দেওয়ার কথা সাম্প্রতিক সময়ে উঠছে-এটা আপনি সমর্থন করেন কি?

?ঃঃহ্যাঁ, এ জাতীয় প্রস্তাব বা কথাবার্তা বেশ কিছুদিন ধরে হচ্ছে। তাই আমিও মনে করি, থানার চার্জে এএসপি নিয়োগ দেওয়া যেতে পারে। তবে কথা হচ্ছে, ওসির কাজ নানামুখী ও সূক্ষ্ম। আর এএসপির কাজ মূলত তদারক করা। তার পরও আমি বলব, থানার প্রধান হিসেবে এএসপির নিয়োগ সুফল বয়ে আনবে। আমি প্রস্তাবের সঙ্গে পুরোপুরি একমত।

?ঃসাম্প্রতিক সময়ে পুলিশ হেফাজতে কিংবা রিমান্ডে নিয়ে বন্দীদের ওপর ভয়াবহ নির্যাতনের কথা শোনা যাচ্ছে। তাহলে এখানে নিরাপদ হেফাজত বা বন্দীর অধিকার কীভাবে নিশ্চিত করা যাবে?

?ঃঃহ্যাঁ, বন্দীদের ওপর নির্যাতনের অভিযোগ নতুন নয়। যে সরকারের আমলেই এটা ঘটুক না কেন তা আইনের পরিপন্থী। বন্দীর ওপর নির্যাতন করা সম্পূর্ণ বেআইনি। আমার বিশ্বাস, পুলিশ বাহিনী ঃপনিবেশিক শাসকদের বেঁধে দেওয়া নেতিবাচক নিয়ম-নীতি ও আইন ভুলে গিয়ে আধুনিক পুলিশের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে। আজকের এই সভ্যতার উৎকর্ষের যুগে এ জাতীয় নির্যাতন সভ্যতা ও মানবতাবিরোধী বলে আমি মনে করি।

-সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন: শাহীন ফজলুল করিম

+ সংবাদ শিরোনাম | প্রিন্ট করুন | ? বাংলা না এলে

Home | **About Us** | **Feedback** | **Contact**

Best viewed at 1024 x 768 pixels and IE 5.5 & 6

Editor : Matiur Rahman, Published by : Mahfuz Anam, 52 Motijheel C/A , Dhaka-1000.
News, Editorial and Commercial Office: CA Bhaban, 100 Kazi Nazrul Islam Avenue, Karwan Bazar, Dhaka-1215.
Phone: (PABX) 8802-8110081, 8802-8115307-10, Fax: 8802-9130496, E-mail : info@prothom-alo.com

Copyright 2005, All rights reserved by **Prothom-Alo.com**
Concept & Design by JITU